প্যা রা সা ই কো ল জি

ধোঁয়াশা

উৎসর্গ

আমার প্রিয় দুই ছোটো খালা

আফরোজা খানম এবং সেলিমা আক্তার

যাঁদের কাছে গল্প শুনতে শুনতে জীবনে স্বপ্ন দেখতে শিখেছি...

‘আমি কারো সুখ দ্যাখতে পারি না!’

‘কেন?’

‘জানি না। দ্যাখলে, চোখ জ্বলে!’

‘কেন?’

‘বল্লাম তো জানি না! কারো সুখ দ্যাখলে, আমার ভিতরডা জ্বইল্ল্যা পুইড়্যা ছারখার হ’য়া যায়!

‘কেন এটা হয়?’

বয়স্ক মহিলা একরাশ বিরক্ত নিয়ে বল্টুদার দিকে তাকিয়ে বললেন, ‘আপনে দেহি বুদ্ধুর লাহান কতাবার্তা ক’ন!’

বল্টুদা কোনো কথা না বলে মৃদু হাসলেন। তখন বয়স্ক মহিলা বললেন, ‘আপনে এক কতা বারবার জিগান। আপনের এহানে আসাডাই আমার ভুল হইছে!’

বল্টুদা গম্ভীর হয়ে বললেন, ‘তাহলে কেন এলেন?’

বয়স্ক মহিলা বললেন, ‘শুনছিলাম, আপনের নাকি অনেক ক্ষ্যামতা! অনেক কিছু জানেন, বুঝেন! এহন দেহি, সবই ফালতু! হুদাই একটা মানুষ! কোনো ক্ষ্যামতাই নেই!’

বল্টুদা বয়স্ক মহিলার দিকে তাকিয়ে ম্লানভাবে হেসে বললেন, ‘আপনার কথা মিথ্যা না। আমার আসলে তেমন কোনো ক্ষমতা নেই। তবে,...’

'তবে, কী?'

'আমি শুধু চেষ্টা করি, সমস্যা সমাধান করার।'

বল্টুদার মুখের কথা শেষ না হতেই বয়স্ক মহিলা উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বললেন, 'ভাল কতা, তয় আমাডা একটু চেষ্টা করে দ্যাহেন না!'

বল্টুদা হেসে বললেন, 'ঘটনাটা কী সেটা তো আগে আমাকে জানতে হবে। তারপর তো চেষ্টা...।'

বয়স্ক মহিলা এবার একটু নড়েচড়ে বসে বললেন, 'সময় নষ্ট কইর‍্যা যহন আইছি, তহন বইল্ল্যাই ফেলি। কী কন?'

বল্টুদা হেসে বললেন, 'জি বলেন।'

বয়স্ক মহিলা বলতে শুরু করলেন, 'আমার একটাই মাইয়া। নাম ছবিরণ। হ্যারেও আমার রোগে পাইছে।'

'কী রোগ?'

'বল্লাম না, কারো সুখ দ্যাখলে বুকটা জ্বইল্ল্যা যায়।'

'কেন?'

বয়স্ক মহিলা এবার উত্তেজিত কণ্ঠে বললেন, 'বারবার শুধু কেন, কেন, হরেন ক্যান? আগে কতাডা হোনেন। তারপর কন কেন?'

বল্টুদা গম্ভীর হয়ে বললেন, 'ঠিক আছে, আপনি বলেন।'

বয়স্ক মহিলা বিরক্তি প্রকাশ করে কর্কশ কণ্ঠে বললেন, 'বলতাছি তো! বারবার শুধু কতার মধ্যে বা'হাত ঢুকান! এডা আপনের বড়ো বদ অভ্যাস!'

বল্টুদা কোনো অভিব্যক্তি ব্যক্ত না করে বয়স্ক মহিলার মুখের দিকে চুপ করে তাকিয়ে রইলেন। তখন বয়স্ক মহিলা আবারও বলতে শুরু করলেন, 'ওইডা আমার এক মাত্রর মাইয়া। ওরে নিয়া বড়োই দুশ্চিন্তায় আছি।'

বল্টুদা বললেন, 'কী নিয়ে দুশ্চিন্তা?'

বয়স্ক মহিলা মুখ বিকৃত করে বললেন, 'সেডাই তো কইতাছি।'

'ঠিক আছে, বলুন।'

বয়স্ক মহিলা বলতে লাগলেন, 'হোনেন, আমার স্বামীডা আছিল দুনিয়ার খাচ্চর! প্রেথম প্রেথম কিছুই বুঝি নাই। আমারে ভুলায়া-ভালায়ে বিয়া করে। তহন আমার বয়সও কম আছিল। তেমুন বুদ্ধি-সুদ্ধিও হয় নাই। তাই দুষ্টু লোকডার ফান্দে পড়ি যাই। তবে, আমিও কম যাই না! যহন বুঝবার পারলাম, লোকডা ভালো না! তহন তার উপযুক্ত ব্যবস্থা নিয়া ছাড়ি।'

'কী ব্যবস্থা?'

বল্টুদার এ প্রশ্নে বয়স্ক মহিলা তার চোখ দুটো বড়ো বড়ো করে ফিসফিসে কণ্ঠে বললেন, 'এক রাত্রিতে তার গলা টিপ্পা ধরি।'

বল্টুদা আতঙ্কিত কণ্ঠে বলে উঠলেন, 'কী সাংঘাতিক!'

বয়স্ক মহিলা আপন মনে হেসে উঠে বললেন, 'আমি কি কম যাই! আমার সাথে ইতরামো!'

বল্টুদা বিস্মিত কণ্ঠে জানতে চাইলেন, 'লোকটা কি মারা গিয়েছিল?'

'শয়তান কি এত সহজে মরে? মরে না!' বয়স্ক মহিলা একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ছেড়ে বললেন, 'যখন যায় যায় অবস্থা, তহন আমিই তারে ছাইড়া দেই।'

'তারপর?'

'তারপর, আর কী! হেই যে সে পলান দিলো। হেরপর আর তার টিকিটারও দেহা নেই।'

'আর কোনোদিন সে ফিরে আসেনি?'

'নাহ!' বয়স্ক মহিলা আবারও একটা দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়ে বললেন, 'হুনছি, লোকডা নাহি আবারও একটা বিয়া করছে।'

'কোথায়?'

'হবে কোথাও!' বয়স্ক মহিলা আনমনা হয়ে হতাশ কণ্ঠে বললেন, 'লোকমুখে হুনছি। চোহে দেখি নাই।'

বল্টুদা এবার বয়স্ক মহিলাটির দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আপনি আর বিয়ে করেননি?'

'আর বিয়া!' বয়স্ক মহিলা মুখ বিকৃত করে উদাস কণ্ঠে বললেন, 'এরপর আর পুরুষ মানুষে বিশ্বাস করণ যায়? বিশ্বাস উইট্টা গ্যাছে!'

এ সময় বল্টুদা চিন্তিত মুখে বললেন, 'লোকটা যে দুষ্টু এইটা আপনি জানলেন কী করে? আপনারে কে বলছিল?'

বয়স্ক মহিলা বল্টুদার দিকে সন্ধিৎসু দৃষ্টিতে তাকিয়ে বিচিত্র ভঙ্গি করে বললেন, 'সেডা বলা যাবে না!'

'কেন?'

'নিষেধ আছে।'

'কার নিষেধ?'

'বলা যাবে না!'

'কেন বলা যাবে না?'

'ওনারা বেজার হবেন।'

'ওনারা কারা?'

বয়স্ক মহিলা এবার বিরক্তি প্রকাশ করে বললেন, 'ওনারা মানে ওনারা!'

বল্টুদা এবার কিছুক্ষণ বয়স্ক মহিলাটার দিকে অবাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে বললেন, 'আপনি তো আর বিয়ে করেননি?'

'না, করি নাই।'

'তাহলে ওই মেয়েটা কার?'

বয়স্ক মহিলাটা যারপরনাই হতবাক হয়ে বললেন, 'কেন, আমার! কোনো সন্দেহ আছে?'

বল্টুদার সন্দেহ থাকলেও ওই বিষয়ে আর অগ্রসর হওয়া সংগত নয় ভেবে তিনি বললেন, 'মেয়েটার সমস্যা কী?'

বয়স্ক মহিলা আনমনা কণ্ঠে বললেন, 'আমার মতোই সমস্যা।'

'আপনার মতো সমস্যা! কথাটা ঠিক বুঝলাম না?'

বয়স্ক মহিলা ক্ষিপ্ত হয়ে বিকৃত কণ্ঠে বললেন, 'আপনের একটাই সমেস্যা! অল্প কতায় কিছুই বোঝেন না!' তারপর একটু থেমে বললেন, 'আমার মতো সমস্যা মানে... আমার মতো সমস্যা!'

'সেটা কী?'

বল্টুদার এ প্রশ্নে বয়স্ক মহিলা অগ্নিশর্মা হয়ে উঠলেন। তারপর নিজেকে সামলে নিয়ে বিরক্তিভরে বললেন, 'সেও আমার মতো কোনো পুরুষ মানুষরে বিশ্বাস হরে না।'

বয়স্ক মহিলার এ কথা শোনার পরও বল্টুদাকে চুপ থাকতে দেখে তিনি অবাক হয়ে বললেন, 'বুঝলেন না?'

বল্টুদা বললেন, 'বুঝলাম।'

'কী বুঝলেন?'

বল্টুদা বললেন, 'আপনার মতো সেও পুরুষ মানুষকে বিশ্বাস করে না।'

'ওখানেই তো সব সমেস্যার মূল!'

'কী সমস্যা?'

'মাইয়ার বয়স হইছে। সে তো বিয়া বসবার চায় না! আমি আর কতকাল হ্যারে পালুম।' বয়স্ক মহিলা একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ছেড়ে দুঃখ করে বললেন, 'আমি মরলে, ওরে দ্যাখবো কে?'

'বুঝছি।' বল্টুদা চিন্তিত মুখে বললেন, 'তা এ বিষয়ে আমি কী করতে পারি?'

বয়স্ক মহিলা যারপরনাই বিস্ময় প্রকাশ করে বললেন, 'তাহলে এতক্ষণ আপনের লগে হুদা হুদাই বগর-বগর হরলাম?'

বল্টুদা বয়স্ক মহিলার কথায় কিছুটা অপ্রস্তুত হয়ে পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার জন্য ইতস্তত করে বললেন, 'ঠিক আছে। আপনার ঠিকানাটা রেখে যান। আমি বিষয়টা সম্পর্কে একটু ভেবে দেখি। তারপর আপনাকে জানাব।'

বল্টুদার কথায় বয়স্ক মহিলা উত্তেজিত হয়ে বললেন, 'অত দেহাদেহি-ভাবাভাবির কী আছে? মিয়াডারে নিয়া আপনের এহানে কবে আসুম হেইডা কন?'

বল্টুদা প্রমাদ গুনলেন! তিনি বুঝতে পারছেন, আবারও কোনো একটা অনাকাঙ্ক্ষিত ঝামেলায় তিনি জড়িয়ে পড়তে যাচ্ছেন। তবুও এ মুহূর্তে বয়স্ক মহিলাটার হাত থেকে নিস্তার পাওয়ার আর কোনো উপায় না দেখে বাধ্য হয়েই বললেন, 'আপনার যখন খুশি আসেন।'

বল্টুদার কথায় বয়স্ক মহিলা খুশি না হয়ে বিরক্ত হয়ে বললেন, 'যখন খুশি মানেডা কী?'

বল্টুদা বুঝলেন, তিনি ভালোই বিপদে পড়েছেন। তাই ইতস্তত করে বললেন, 'যখন আপনার সময় হয়।'

'আমার সময় হয় মানেডা কী? আমার সময় যদি রাত দুপুরে হয়, তখন কি আপনে আমারে দেহা দিবেন?'

বল্টুদা ইতস্তত করে বললেন, 'না, মানে...!'

'না...মানে ...কী?'

বল্টুদা এবার স্পষ্টকরে বললেন, 'দিনের যে-কোনো সময় আসেন।'

'তহন আপনে থাকবেন তো?'

'জি।'

বয়স্ক মহিলা বল্টুদার কথায় আশ্বস্ত হতে পারলেন না। তিনি বললেন, 'মানুষের তো কামকাইজ থাহে। আপনের কামকাইজ নেই?'

'জি আছে। এটাই আমার কাজ।'

এ সময় বয়স্ক মহিলা কঠিন কণ্ঠে বললেন, 'আজ বুইধবার। আমি আগামী বুইধবার আসমু। কথাডা মনে থাহে যেন!'

'জি, থাকবে।'

বয়স্ক মহিলাটা আর কথা না বাড়িয়ে উঠে পড়লেন। বল্টুদা তখন সেদিকে অসহায়ের মতো চেয়ে থেকে একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন।

দুই

বল্টুদা ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটছেন। তাঁর সারা শরীর ঘামে ভিজে উঠেছে। বুক ধড়ফড় করছে। গলা শুকিয়ে গেছে। পা আর চলতে চাইছে না। তবুও তিনি ছুটতে বাধ্য হচ্ছেন। ধু-ধু প্রান্তর। কাছাকাছি কোনো লোকালয় নেই। যতদূর দৃষ্টি যায়—চারদিকে এক রহস্যময়তায় ভরা ধোঁয়াশার জগৎ! এর মধ্যে তিনি ছুটছেন তো ছুটছেন। কোন দিকে যাচ্ছেন, কেন যাচ্ছেন, কোথায় যাচ্ছেন তিনি জানেন না। শুধু জানেন, একটা নিরাপদ আশ্রয়ে তাকে পৌঁছতে হবে।

ছুটতে ছুটতে তিনি একসময় ক্লান্ত হয়ে পড়লেন। তাঁর পা দুটো পাথরের মতো ভারী হয়ে উঠেছে! নাড়াতে পারছেন না। তাই তিনি দাঁড়িয়ে জোরে জোরে শ্বাস নিতে লাগলেন। এ সময় তিনি হঠাৎ অবাক হয়ে লক্ষ করলেন, চারদিক ঘন কুয়াশা সব কিছুকে ঢেকে ফেলেছে। দুহাত দূরেও দৃষ্টি চলছে না। বল্টুদা প্রমাদ গুনলেন। এ তিনি কোথায় এসে পড়েছেন! তিনি এখন কী করবেন? কোন দিকে যাবেন? ঠিক বুঝতে না পেরে, হতবিহ্বল হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। এ সময় হঠাৎ তিনি তার কাঁধে কারো স্পর্শ পেয়ে চমকে উঠলেন! আতঙ্কিত হয়ে পিছু ফিরে বিস্মিত হয়ে দেখলেন, তার পেছনে সেদিনকার সেই বয়স্ক মহিলাটা দাঁড়িয়ে আছেন। তার মুখে রহস্যময় হাসি! বল্টুদা ভয়ার্ত কণ্ঠে বললেন, 'আপনি?'

বয়স্ক মহিলা বল্টুদার দিকে চেয়ে নির্বিকার কণ্ঠে বললেন, 'হ্যাঁ, আমি।'

'কী চান?'

'আমার মাইয়াডারে লইয়া আসছি।'

বল্টুদা বিকৃত কণ্ঠে বললেন, 'এ...এখানে... কেন?'

বয়স্ক মহিলা অবাক হয়ে বললেন, 'তা কোথায় যাব?'

'আমার বাসায়।'

'আপনার বাসায়ই তো আসছি।'

এ সময় বল্টুদা চারদিকে ভয়ার্ত চোখে তাকিয়ে বললেন, 'এটা তো আমার বাসা নয়!'

'তাহলে কোনটা আপনের বাসা?'

বল্টুদার মাথাটা হঠাৎ করে চক্কর দিয়ে উঠল। সব কিছু কেমন যেন খালি খালি মনে হতে লাগল। চিন্তাগুলোও তাল পাকিয়ে যাচ্ছে। তাঁর বাসা কোথায়? তিনি এখানে কীভাবে এলেন? আর তিনি পাগলের মতো এভাবেই-বা কেন ছুটছেন? বল্টুদার এ সময় সব মনে পড়ে গেল। তিনি বাজারে যাচ্ছিলেন। এমন সময় হঠাৎ ঝড় উঠল। ঘন ঘন বিদ্যুৎ চমকাতে শুরু করল। এলোমেলো ঝড়ো হাওয়ায় অশেপাশের ধুলো-ময়লা উড়ে চারপাশের সব কিছু অস্পষ্ট করে ফেলল। তখন খুব কাছ থেকে কেউ যেন চিৎকার করে বলে উঠল, 'দৌড়াও! বাঁচতে চাইলে এখনই দৌড়াও!' আর তিনিও তখন কিছু না ভেবে ঝড়-বৃষ্টির হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য দৌড়াতে শুরু করলেন। কিছু দেখতে পাচ্ছিলেন না। চারদিকে শুধু শোঁ শোঁ প্রবল ঝোড়ো বাতাসের আওয়াজ কানে ভেসে আসছিল। দিগ্‌বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে তিনি দৌড়াতে শুরু করেন। একসময় তিনি অবাক হয়ে লক্ষ করেন, কোথায় বাজার! কোথায় দোকানপাট! তিনি ছুটতে ছুটতে একটা জন মানবশূন্য স্থানে এসে পড়েছেন। তখন তিনি ভয় পেয়ে আতঙ্কিত হয়ে আরও জোরে দৌড়াতে থাকেন। এভাবে ক্রমশ তিনি বিভ্রান্ত, পথভ্রষ্ট হয়ে পড়েন।

একসময় বল্টুদা নিজেকে এ ঘন কুয়াশা ঘেরা অপরিচিত স্থানে আবিষ্কার করেন। এ সময় হঠাৎ আবার সেই রহস্যময়ী বয়স্ক মহিলা সেখানে তার কাছে এসে উপস্থিত হন। সব কিছু কেমন যেন গোলমেলে! অপ্রকৃতিস্থ মনে হচ্ছে। বল্টুদা কিংকর্তব্যবিমূঢ়! কী করবেন? কোথায় যাবেন? কিছুই ভেবে পাচ্ছেন না। তবে তিনি যে ভয়ংকর এক বিপদের মধ্যে পড়েছেন, সেটা নিশ্চিতভাবে অনুমান করতে পারছেন! কারণ এ ঝড়-বৃষ্টির মধ্যে ওই বয়স্ক মহিলার এখানে আসার কথা নয়। নিশ্চয়ই কোনো ঝামেলা আছে। কথাগুলো ভাবতে ভাবতে তিনি আবারও বয়স্ক মহিলাটার দিকে তাকালেন এবং অবাক হয়ে দেখলেন, বয়স্ক মহিলা একা নয়, তার সাথে পনেরো-ষোলো বছরের একটা মেয়েও দাঁড়িয়ে আছে। মেয়েটাকে দেখে তিনি চমকে উঠলেন! কারণ তার মুখটা তার কাছে ভীষণ পরিচিত! আগে হয়তো কোথায় তাকে দেখেছেন, কিন্তু এ মুহূর্তে সেটা কোনোভাবেই মনে করতে পারছেন না। বল্টুদা দ্রুত ভেবে চলেছেন। এ সময় হঠাৎই তাঁর ঘুম ভেঙে গেল, তিনি স্ক্রুর কণ্ঠস্বর শুনতে পেলেন। স্ক্রু বলছে, 'স্যার, দুজন মহিলা আপনার সাথে দেখা করতে এসেছেন।'

বল্টুদা চোখ মেললেন। স্বপ্নের ঘোর তখনো তাঁর কাটেনি। তিনি বিহ্বল চোখে কিছুক্ষণ স্ক্রুর দিকে চেয়ে রইলেন। তারপর বিছানা ছেড়ে উঠলেন। হাত-মুখ ধুয়ে প্রস্তুতি নিয়ে তিনি যখন বৈঠকখানায় যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছেন তখনো তিনি জানেন না, তাঁর জন্য সেখানে কী পরম বিস্ময় অপেক্ষা করছে! বল্টুদা বৈঠকখানায় ঢুকতেই চমকে উঠলেন! ভীষণভাবে অপ্রস্তুত হয়ে পড়লেন। কারণ একটু আগে স্বপ্নে দেখা সেই মেয়েটা সেখানে ওই বয়স্ক মহিলাটার সাথে দাঁড়িয়ে আছে। বল্টুদা বিভ্রান্ত! তাঁর সাথে এসব কী ঘটছে? কয়েক মুহূর্ত তিনি অবিশ্বাস্য দৃষ্টিতে মেয়েটার দিকে তাকিয়ে রইলেন। তারপর নিজেকে সামলে নিয়ে বয়স্ক মহিলাটাকে উদ্দেশ করে বললেন, 'আপনারা?'

বল্টুদার কথায় বয়স্ক মহিলাটা অবাক হয়ে বললেন, 'হের মধ্যেই ভুইলা গ্যাছেন?'

বল্টুদা বিব্রত ভঙ্গিতে বললেন, 'না, ঠিক ভুলিনি। তবে, আপনার সাথে উনি কে?'

বয়স্ক মহিলা একগাল হেসে বললেন, 'আমার মাইয়া! হের কতাই তো আপনেরে কইছিলাম।'

'ওর নাম কী?'

'ফুলি।'

অন্যমনস্কতা এবং বয়স্ক মহিলার উচ্চারণের কারণে মেয়েটার নাম ঠিকমতো না বুঝতে পেরে বল্টুদা বললেন, 'দুলি। বাহ, বেশ ভালো নাম তো!' তারপর একটু থেমে পরিস্থিতি স্বাভাবিক করতে দুলির দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন, 'তা দুলি তুমি কেমন আছ?'

এ সময় বয়স্ক মহিলা বল্টুদার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বললেন, 'অ..মলো..যা! ওয়..দুলি হইব ক্যান, ওয় তো ফুলি। ওর মা'র নাম দুলি। মুই দুলি বেগম। আর ওয় ফুলি বেগম।'

বল্টুদা এবার নিজের ভুল বুঝতে পেরে বললেন, 'তা ফুলি তুমি কেমন আছ?'

ফুলি মেয়েটা বল্টুদার কথার কোনো জবাব দিলো না। তখন দুলি বেগম বললেন, 'ওয় অমনই! কতা কয়, তো কয় না।'

'ওহ!' বল্টুদা চিন্তিত মুখে বললেন, 'ওর সমস্যা কী?'

দুলি বেগম এ সময় ফুলির দিকে তাকিয়ে বললেন, 'কতা কস না ক্যান? ওনারার কথার জবাব দে।'

এ সময় ফুলি কথা না বলে বল্টুদার চোখের দিকে এক অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকাল। সে এক অন্তর্ভেদী দৃষ্টি! বল্টুদা ফুলির সে দৃষ্টির সামনে অস্বস্তিবোধ করতে লাগলেন। তাঁর শরীরের মধ্যে হঠাৎ যেন বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতো একটা ঝটকা লাগল। শরীরটা আকস্মিকভাবে একটু দুলে উঠল। মাথাটার মধ্যে চক্কর দিলো। এ সময় তিনি নিজেকে সামলাতে পাশের একটা চেয়ারে বসে পড়লেন। কতক্ষণ বসে ছিলেন,